তারিখ ... 11 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

সমকাল

জনবল স্বল্পতা

নিয়মিত অডিট হচ্ছে না অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

রাকিব উদ্দিন

নিয়মিত অডিট হচ্ছে না সরকারি ও এমপিওভুক্ত প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বছরে সর্বোচ্চ দুই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর অডিট ও পরিদর্শন প্রতিবেদন করতে পারছে সরকার। প্রতি বছর অডিট করার নিয়ম থাকলেও বছরের পর এর বাইরে থেকে যাচ্ছে সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বিশেষ কমিটির পরিচালিক ৯০ শতাংশ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। তবে এবার নতুন বেতন কাঠামোয় এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসেব নেয়া আবশ্যক করা হয়েছে।

যেসব এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫/১০ বছর পর অডিট হচ্ছে, তাও আবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে। জনবল স্বল্পতার কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিজ উদ্যোগে অডিট করে না শিক্ষা প্রশাসন। অডিট না হওয়ায় হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন, একাডেমিক ও প্রশাসন কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য নেই শিক্ষা প্রশাসনের কাছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) উপ-পরিচালক মো. রাশেদুজ্জামান সংবাদকে জানান, সংস্থাটি বছরে এক হাজার ৮০০ থেকে দুই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিট ও পরিদর্শন করতে পারেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে শিক্ষক-কর্মচারীর ভুয়া সনদ, সরকারের আর্থিক অপচয়, স্বেচ্ছাচারিতা ও নানা রকম দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় বলেও জানান উপ-পরিচালক। তিনি জানান, পরিদর্শন ও অডিট করা হয় কেবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িতদের অভিযোগের ভিত্তিতে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের সরকারি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিয়মিত অডিট (নিরীক্ষা) হচ্ছে, যাদের আয় বেশি, ব্যয়ও বেশি। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় কম সেগুলো অডিটের বাইরে থেকে যাচ্ছে। তবে বিশেষ কমিটির পরিচালিত অর্থাৎ পুলিশ, রেলওয়ে, বিজিপ্রেস ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

নিয়মিত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নিয়মিত : অডিট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অডিটে গরজ নেই সংশ্লিষ্টদের। এই ধরনের কমিটির পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের প্রধান থাকেন স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, দেশে মোট এমপিওভুক্ত হাইস্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৮ হাজার ৩৮৪টি। এর মধ্যে বেসরকারি এমপিওভুক্ত নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬ হাজার ১০৯টি, মহাবিদ্যালয় দুই হাজার ৩৭০টি, আলিম ও দাখিল মাদ্রাসা সাত হাজার ৬১০টি ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৭৭৫টি। এছাড়াও রেলওয়ে, পুলিশ, বিজিবি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পরিচালিত এমপিওভুক্ত বা সরকারি অনুদান পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আরও এক হাজার ৫১৯টি। এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আর সরকারি কলেজ ৩০২টি ও হাইস্কুল রয়েছে ৩৩৩টি।

ডিআইএ, সিজিএ ও নিজস্ব উদ্যোগে বছরে সর্বোচ্চ আড়াই হাজার প্রতিষ্ঠানের অডিট সম্পন্ন হয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এছাড়া প্রাইভেট ও নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অডিট কার্যক্রম পরিচালনার কথা থাকলেও জনবল স্বল্পতার কারণে তা করতে পারছে না শিক্ষা প্রশাসনের। ক্ষেত্রবিশেষ কিছু কিছু প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগেই অডিট প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। এসব প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা ও যথাযথ মান নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকে বলেও মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) সংশ্লিষ্ট এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উদাহরণ দিয়ে সংবাদকে বলেন, 'রংপুরের পুলিশ লাইনস ও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রায় ৮/১০ বছর ধরে অডিট হয় না। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বারবার অডিটের জন্য আবেদন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' রাজধানীর মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়েও গত ৫/৭ বছরে অডিট হয়নি বলে ওই কর্মকর্তা জানান।

ডিআইএ সাধারণত এমপিওভুক্ত ও বিশেষ কমিটির পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিট করার দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'কন্ট্রোলার জেনারেল অব অডিট' (সিজিএ)। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজস্ব উদ্যোগেও অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিট করে থাকে। এক্ষেত্রেও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

রাজধানীর 'ঢাকা কলেজিয়েট সরকারি হাইস্কুলে'র প্রধান শিক্ষক আবু সাঈদ ভূঞা সংবাদকে জানান, 'তার প্রতিষ্ঠানে ১১ বছর পর ২০১৫ সালে অডিট হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এটা নিয়মিত করা সম্ভব না হলেও দু'বছর পর পর করা উচিত। নিয়মিত অডিট হলে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনি পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান প্রধানের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সাফল্য সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।'

মাউশি জানায়, পুলিশ লাইনস, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক, কলেজিয়েট, রেলওয়ে, বিজিপ্রেস ও বিজিবি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি নয়, তবে সরকারের সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত)। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচলিত পরিচালনা পরিষদ দিয়ে পরিচালিত হয় না। শিক্ষা বোর্ডের বিশেষ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোনটির পরিচালনা পরিষদের প্রধান জেলা প্রশাসক (ডিসি), কোনটির প্রধান জেলা পুলিশ সুপার, কোনটি পরিচালনা করছেন সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা।

এ বিষয়ে মাউশির উপ-পরিচালক একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে বলেন, 'বিশেষ কমিটি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ডিআইএ অডিট করতে পারেন। কিন্তু একটি সংস্থার পক্ষে এতো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নন-এমপিওসহ প্রায় ৩৬ হাজার) পরিদর্শন ও অডিট করা সম্ভব নয়।'

এ বিষয়ে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, 'অডিটরদের (নিরীক্ষক) লক্ষ্য থাকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দিকে। ছোট প্রতিষ্ঠানের অডিটে (নিরীক্ষা) তারা খুব আগ্রহ দেখায় না। দেশের বেশির মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই দুই, তিন বা ১০ ও ১২ বছর পর পর অডিট হয়।'

নতুন বেতন কাঠামোয় অডিট করার ওপর গুরুত্বারোপ

গত ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের যোগ্যতাভিত্তিক অনুদান-সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নক্রমে প্রাপ্য অনুদান-সহায়তা নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়নের তারিখ অর্থাৎ গত ১ জুলাই হইতে কার্যকর করা সমীচীন হইবে।'